Notes on

মহলওয়ারি বন্দোবস্ত [ব্রিটিশ ভারতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা]

মহলওয়ারি বন্দোবস্ত [ব্রিটিশ ভারতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা]

মহলওয়ারি বন্দোবস্ত স্বাধীনতার আগে ভারতে প্রচলিত তিনটি প্রধান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে একটি । অন্য দুটি ব্যবস্থা ছিল জমিদারি ব্যবস্থা এবং রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত। এই তিনটি সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল ভূমি রাজস্ব নীতিতে এবং কর প্রদানের পদ্ধতিতে। ব্রিটিশরা মূলত অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য নিয়ে ভারতে এসেছিল। এ কারণেই ব্রিটিশ সরকার জমিদারি, রায়তওয়ারি এবং মহালওয়ারি ব্যবস্থা নামে তিন ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, এবং এই সিস্টেমের মাধ্যমে উচ্চ রাজস্ব আদায় হত। যে সমস্ত জমিদাররা পরিশোধ করতে পারতো না তারা তাদের জমিদারি হারাত। অন্যদিকে, স্যার টমাস মুনরো রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন, এবং এই ব্যবস্থায়, কৃষকরাই ছিলেন জমির মালিক এবং তাদের জমির ওপর সমস্ত মালিকানার অধিকার ছিল। লড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সরকার মহলওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেছিল।

মহালওয়ারি বন্দোবস্ত কি?

1822 খ্রিষ্টাব্দে হোল্ট ম্যাকেঞ্জি বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে এই মহালওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন। পরে এটি আগ্রা ও আওয়াডগে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক এটিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলেন এবং সময়ের সাথে সাথে ব্রিটিশ ভারতের মধ্য প্রদেশ, আগ্রা, পাঞ্জাব, গাঙ্গেয় উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ইত্যাদিতে এই ব্যাবস্থা প্রসারিত হয়।

আসলে মহালওয়ারি বন্দোবস্ত জমিদারি ব্যাবস্থার পরিবর্তিত সংস্করণ ছিল। এতে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত এবং জমিদারি ব্যবস্থা উভয়েরই বিধান ছিল। এই ব্যবস্থায় গোটা গ্রামের হয়ে কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন গ্রামের নেতা।

মহালওয়ারি বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মহালওয়ারি বন্দোবস্তের অধীনে, জমি মহালে বিভক্ত করা হত।
- ফসল উৎপাদন অনুযায়ী এক একটি মহালের জন্য রাজস্ব নির্ধারণ করা হত। অর্থাৎ মহালওয়ারি বন্দোবস্ত মাঝে মাঝেই সংশোধন করা হত।
- প্রতিটি পৃথক কৃষকের সেই নির্দিষ্ট রাজস্বে নিজস্ব অংশ ছিল, এবং মহালওয়ারি বন্দোবস্তের অধীনে গ্রামের নেতা বা গ্রাম প্রধান রাজস্ব সংগ্রহের কাজ পরিচালিত করত।
- এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের আয় বেড়েছিল।

মহালওয়ারি বন্দোবস্তের ব্যর্থতা

মহালওয়ারি বন্দোবস্ত, পূর্ববর্তী দুটি ব্যাবস্থার সংশোধিত রূপ ছিল। তবে এতে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল, যেগুলি নিম্নরূপ।

- এই ব্যবস্থা অনুযায়ী, খরার সময়েও কৃষকদের রাজস্ব দিতে হত।
- ত্রুটিযুক্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করে জমি জরিপ করা হত। যা ছিল দুর্নীতি এবং ম্যানিপুলেশনগুলির একটি কারণ।
- কখনও কখনও কোম্পানি সংগৃহীত রাজস্বের চেয়ে, সংগ্রহের জন্য বেশি ব্যয় করত।
- কৃষকরা যদি রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিনিয়োগকারীরা জমি দখল করে নিত।
- অসম্পূর্ণ নীতির কারণে মহালওয়ারি বন্দোবস্ত পরে ব্যর্থ হয়।

কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর মহলওয়ারি বন্দোবস্তের প্রভাব

- ঔপনিবেশিক যুগের শেষের দিকে, কৃষকের উপর সুদের বোঝা অনেক বেশি হয়ে গেছিল এবং ভাড়া এবং ঋণ প্রায় 14,200 মিলিয়ন ছুঁয়ে গেছিল।
- জমিদাররা শ্রমিক বা কৃষকদের ঋণ দিতেন এবং বিনিময়ে বিনামূল্যে খাটতে বলতেন।
- শুধুমাত্র উচ্চ বর্ণের লোকেদের জমির উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। ধনী কৃষকরা বীজ, সার এবং অন্যান্য কৃষি সম্পদে বিনিয়োগ করতেন। নিম্নবর্ণের লোকেরা কৃষি সহায়তা না পাওয়ার কারণে অনেক কষ্ট পেত।
- এই সমস্ত কারণে, উপনিবেশবাদের শেষ দিকে কৃষি ক্ষতিগ্রস্থ হতে শুরু করে।
- বেশিরভাগ কৃষকের কৃষিতে বিনিয়োগ করার জন্য খুব কমই অর্থ অবশিষ্ট থাকতো। তাদের আয়ের বেশির ভাগই চলে যেত কর পরিশোধে।